গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রস্তাবিত

[খসড়া]

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ-.............বঙ্গাব্দ./...................খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে বায়ুদূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। – (১) এই বিধিমালা বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ।—

(ক) 'অধিদপ্তর' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৩ ধারা মোতাবেক স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) 'অনির্দিষ্ট উৎস' অর্থ বায়ুদূষক নিঃসরণের এমন উৎসকে বুঝাইবে যাহা একক শনাক্তযোগ্য উৎস বা নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভূত নহে এবং যাহা মরু, বন, খোলা আগুন, খনি কর্মকান্ড, কৃষি কর্মকান্ড ও মজুতকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(গ) 'অর্জনীয় মানমাত্রা (Attainable Standard)' অর্থ বায়ুদূষক নিঃসরণের সেই মানমাত্রাকে বুঝাইবে যাহা নিঃসরণ হ্রাসকরণে সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব এবং যাহা ব্যয় সাশ্রয় ও জ্বালানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে পরিবেশের ও জনস্বার্থের প্রভাব বিবেচনায়, নিঃসরণের গ্রহণযোগ্য সীমার প্রতিফলন ঘটায়;

(ঘ) 'অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর (Degraded Airshed)' অর্থ ইট প্রস্তুত ও ইট ভাটা (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৮(৪)(ছ) ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী ডিগ্রেডেড এয়ারশেড;

(ঙ) 'অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর (Degraded Airshed) এলাকার বায়ুমান উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা' অর্থ এই বিধির ৬ এ উল্লিখিত পরিকল্পনা;

(চ) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(ছ) 'ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহ' অর্থ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪-এর বিধি ২(বি)-তে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী দ্রব্যসমূহ;

(জ) 'কোম্পানি' অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান;

(ঝ) 'গ্রিনহাউজ গ্যাস' অর্থ বায়ুমন্ডলে থাকা সেইসকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট গ্যাসীয় উপাদান যাহা বিকিরণ, শোষণ ও পুনঃনিঃসরণ করে (যেমন—কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাসঅক্সাইড, হাইড্রো-ফ্লোরো কার্বন, সালফার হেক্সাফ্লোরাইড, নাইট্রোজেন ট্রাইফ্লোরাইড ইত্যাদি) এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে চিহ্নিত অন্যান্য গ্যাস;

(ঞ) 'চলমান উৎস' অর্থ শনাক্তযোগ্য এমন বায়ুদূষক উৎস যাহা চলমান অবস্থান হইতে নিঃসরণ করে, যেমন—যানবাহন, নৌযান, রেলগাড়ি ইত্যাদি;

(ট) 'জাতীয় নির্বাহী পরিষদ' অর্থ এই বিধিমালার বিধি ১৫ এ গঠিত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গঠিত জাতীয় নির্বাহী পরিষদ;

(ঠ) 'জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' অর্থ এই বিধিমারার বিধি ৪ এ বর্ণিত পরিকল্পনা;

(ড)'ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous Waste)' বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ২(কক) ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞার্থকে বুঝাইবে;

(ঢ) 'তালিকাভুক্ত কার্যক্রম' অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৭ এ উল্লিখিত কর্মকান্ড;

(ণ) 'দূষণ' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ২(খ) ধারায় প্রদত্ত দূষণের সংজ্ঞার্থকে বুঝাইবে;

(ত) 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি' অর্থ এমন উৎপাদন প্রক্রিয়া, জ্বালানি প্রজ্বলন প্রক্রিয়া বা অন্য কোনো মাধ্যম বুঝাইবে যাহা কার্যকরভাবে নিঃসরণ বা নির্গমন প্রতিরোধ বা হ্রাস করে;

(থ) 'দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা' অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৭ এ বর্ণিত পরিকল্পনা;

(দ) 'নির্দিষ্ট উৎস' অর্থ বায়ুদূষক নিঃসরণের এমন উৎস যাহা এককভাবে শনাক্তযোগ্য উৎস এবং যাহা নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভূত, যেমন—শিল্প-অঞ্চলে শিল্পকারখানা, নির্মাণাধীন এলাকায় নির্মাণ কার্যক্রম ইত্যাদি;

(ধ) 'নিয়ন্ত্রণাধীন নিঃসরণ সনদ' অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৭ এ বর্ণিত সনদ;

(ন) 'নিঃসরণ' অর্থ কোনো সুনির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, চলমান, স্থির, গৃহাভ্যন্তরীণ বা বাহিরের উৎস হইতে বায়ুমন্ডলে সঞ্চারিত কোনো বায়ুদূষক, গ্যাসের প্রবাহ বা অনাকাঙ্ক্ষিত নির্গমন;

(প) 'পরিবেষ্টক বায়ুমান (Ambient Air Quality)' অর্থ কোনো অঞ্চলে বাতাসের মান এবং বায়ুমন্ডলে বাতাসের গড়মান যাহা দূষণের উৎসে নিঃসরিত বায়ুমান হইতে ভিন্ন;

(ফ) 'প্রধান বায়ুদূষক' অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৮ এর আওতায় ঘোষিত দূষকসমূহ;

(ব) 'বায়ু' অর্থ পৃথিবীর চারপাশে অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থ, প্রধানত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ;

(ভ) 'বায়ুদূষক' অর্থ বায়ুতে উপস্থিত এমন কোনো পদার্থ যাহা জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর অথবা ক্ষতির কারণ হইতে পারে;

(ম) 'বায়ুদূষণ' অর্থ কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ যাহা নির্ধারিত মানমাত্রার অধিক পরিমাণে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত থাকিয়া বায়ুর (গৃহাভ্যন্তর ও বাহিরের) স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত করে, জনস্বাস্থ্য, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধিত হয় বায়ুর এমন অবস্থা;

(য) 'বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র' অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র;

(র) 'বায়ুর স্তর (Airshed)' অর্থ এমন একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বা এলাকায় বিরাজমান বায়ুর স্তর যেখানে বা যাহার মধ্যে বায়ুর একই প্রবাহ থাকে এবং বায়ু একই সঙ্গে দূষিত ও নিশ্চল হইতে পারে;

(ল) 'বিপজ্জনক পদার্থ' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ২(ঞ)-তে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী হইবে;

(শ) 'মহাপরিচালক' অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ষ) 'মোটরযান' অর্থ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮এর ধারা ২(৪২)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী মোটরযান;

(স) 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান' অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন; এবং

(হ) 'স্থির-উৎস' অর্থ কোনো দালান বা চলমান নহে এমন কাঠামো, সুবিধাদি বা স্থাপনা বুঝাইবে যাহা হইতে বায়ুদূষক নির্গত হয় বা হইতে পারে, যেমন—শিল্পকারখানা, ইটভাটা, অবকাঠামো নির্মাণকার্য ইত্যাদি।

৩। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মানমাত্রা নির্ধারণ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।—(১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বায়ু ও অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা এই বিধিমালার তফসিল ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(২) সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক সময়ে সময়ে পরিপত্র জারির মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বায়ুদূষকের তালিকা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, নির্দেশিকা এবং নির্ণায়ক বা মানদন্ডসমূহ নির্ধারণসহ নিম্নলিখিত করণীয় অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে—

(ক) প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, গৃহাভ্যন্তরীণ ও পরিবেষ্টক বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা প্রণয়ন;

(খ) পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা অর্জনের পদ্ধতি, ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া ও নির্দেশিকা;

(গ) বায়ুদূষণের স্থির এবং চলমান উৎসসমূহসহ অন্যান্য বায়ুদূষকের জন্য অর্জনীয় নির্দেশিকা;

(ঘ) স্থির, চলমান, সুনির্দিষ্ট (point), অনির্দিষ্ট (non-point) ও অন্যান্য উৎস হইতে নিঃসরণ পরিহার, নিঃসরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাসকরণের পদ্ধতি, ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াসমূহ ও নির্দেশিকা;

(ঙ) অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর (Degraded Airshed) এবং নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক (Controlled Emitters) নির্ধারণের মানদণ্ড;

(চ) বায়ুমান পরিবীক্ষণ, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং বায়ুমানসংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার নিয়ম, মানমাত্রা ও প্রক্রিয়া;

(ছ) সংস্থাসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং সমন্বয় ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ; এবং

(জ) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

(৩) এই বিধির অধীন প্রণীতব্য সকল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিধি ৩(১) ও ৩ (২)-এর অধীন জারিকৃত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও মানমাত্রাসমূহ অনুসৃত হইবে।

৪। জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।—(১) অধিদপ্তর এই বিধিমালা বলবৎ হইবার পর সরকারের অনুমোদনক্রমে সময়ভিত্তিক একটি জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে করণীয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো;

(খ) চলমান, সুনির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট উৎস এবং চিমনিসহ স্থায়ী উৎস হইতে নিঃসরিত বায়ুর কার্যকর ব্যবস্থাপনা;

(গ) গৃহাভ্যন্তরীণ বায়ুমানের (Indoor Air Quality) কার্যকর ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ দূষক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা;

(ঙ) বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম চর্চাসমূহের স্বীকৃতি ও প্রচার;

(চ) পরিচ্ছন্ন, শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, জ্বালানি, প্রক্রিয়াসমূহ;

(ছ) বায়ুমান পরিবীক্ষণ;

(জ) বায়ুমানের বিষয়ে সচেতনতা, শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা;

(ঝ) বায়ুদূষণ বিষয়ে গবেষণা এবং ইহার ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ;

(ঞ) বায়ুমান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা;

(ট) বায়ুমান ব্যবস্থাপনার জন্য টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাদি; এবং

(ঠ) বায়ুমানের উন্নয়ন এবং কার্যকরভাবে দূষণরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল ব্যবস্থা।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিধিমালায় উল্লিখিত মানমাত্রাসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নে সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) পরিকল্পনাটিতে অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত ডিগ্রেডেড এয়ারশেডসমূহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) পরিকল্পনাটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

(৫) পরিকল্পনাটি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করিবে।

৫। অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর (Degraded Airshed) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো এলাকাকে অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর অথবা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ এলাকা ঘোষণা করিতে পারিবে যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে—

(ক) এলাকাটিতে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতেছে অথবা এমন পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে যাহা ঐ এলাকা বা অঞ্চলের পরিবেষ্টক বায়ুমানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করিতেছে বা করিতে পারে; এবং

(খ) পরিস্থিতি সংশোধনে বা নিয়ন্ত্রণে এলাকাটিতে সুনির্দিষ্ট বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(গ) অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর ঘোষণা প্রদান করিলে, অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহিত পরামর্শক্রমে একটি সময়ভিত্তিক অবক্ষয়িত বায়ুর স্তরের বায়ুমান উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করিবে এবং অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(ঘ) এ জাতীয় ঘোষণা পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার বায়ুমান পর পর ২ (দুই) বৎসর পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(ঙ) ঘোষণা প্রত্যাহার করা হইলে উক্ত গৃহীত পরিকল্পনাটিও বাতিল হইবে।

(চ) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিরল প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বা বিশেষ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা গ্রহণের দাবি রাখে এমন এলাকায় শিল্প বা প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ বা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে।

(ছ) অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর ঘোষিত এলাকাসমূহে, বায়ু দূষণকারী বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে এবং প্রয়োজনে ঐ সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত এলাকাসমূহ হইতে স্থানান্তর করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(জ) অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর (Degraded Airshed) এলাকার বায়ুমান উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি ও নির্দেশনাবলি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

৬। বায়ুদূষণকারী কর্মকাণ্ডের তালিকা এবং ব্যবস্থাপনা।—(ক) সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক পরিপত্র জারির মাধ্যমে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রতিবেশগত অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে বা হইতে পারে এমন বায়ুদূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রকল্প এবং কর্মকাণ্ডসমূহের তালিকা প্রকাশ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, পুরাকীর্তি বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্থাপনার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়িবে কি-না মর্মে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় বা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মতামত সংগ্রহ করা যাইবে।

(খ) তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ড হইতে নিঃসরণ-এর ক্ষেত্রে অর্জনীয় মানমাত্রা স্থির করা থাকিবে যাহা নির্ধারিত সময়ে অর্জন করিতে হইবে, যাহা সময় সময় নির্ধারণ করা হইবে।

(১) নিঃসরণ হইতে পারে এমন পদার্থের বা পদার্থের মিশ্রণসমূহের নিঃসরণের অনুমোদনযোগ্য মাত্রা, পরিমাণ, হার অথবা ঘনত্ব; এবং

(২) নিঃসরণসমূহ পরিমাপ পদ্ধতি।

(গ) তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিতে নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(ঘ) তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্রে বায়ুদূষণ রোধের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদির শর্ত যোগ করিতে বা নিয়ন্ত্রণাধীন নিঃসরণ সনদ প্রদান করিতে অথবা তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত শর্ত-অনুযায়ী বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দাখিল করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(ঙ) তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর গৃহীত পরিকল্পনায় বর্ণিত ব্যবস্থাদি ব্যতিরেকেও প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে এবং নির্দিষ্ট পণ্য, পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরত বিকল্প গ্রহণ অথবা নির্মাণ বা স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(চ) প্রকাশিত তালিকায় নূতন কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করিয়া বা কোনো কার্যাবলি অপসারণ করিয়া বা অন্য কোনো বিষয়ে পরিবর্তন করিয়া তালিকাটি সংশোধন করা যাইবে।

৭। বায়ুদূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা।—(ক) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বায়ুদূষণকারী কোনো দ্রব্য বা বস্তুকে সার্বিকভাবে বা কোনো নির্দিষ্ট এয়ারশেড-এর জন্য প্রধান বায়ুদূষক হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(খ) কোনো দ্রব্য বা বস্তু প্রধান বায়ুদূষক ঘোষিত হইলে অধিদপ্তর প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গকে সেই বায়ুদূষকের বিষয়ে সময়ভিত্তিক দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

এর অধীন গৃহীত দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত শর্তাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে এবং তাহা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হইবে।

৮। যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ।—(ক) যানবাহন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অথবা বিধিমালায় নির্ধারিত মানমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত কর্মপদ্ধতিসমূহ মানিয়া চলিবে।

(খ) পরিবেশ অধিদপ্তর সময়ে সময়ে যানবাহনের নিঃসরণ পরীক্ষা করিবে এবং অধিক দূষণকারী পুরাতন যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(গ) এই বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে অধিদপ্তর যানবাহনের কোনো ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(ঘ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন অথবা যানবাহন লাইসেন্স প্রদানকারী বা অনুমোদনকারী অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বা অনুমোদন প্রদান অথবা নবায়নকালে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় যানবাহনের নিঃসরণ মাত্রা এই বিধি দ্বারা নির্ধারিত মাত্রার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তাহা নিশ্চিত করিবে।

৯। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণ কার্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার ভূমিকা।—(১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, নির্মাণকার্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহ এই বিধিমালায় অথবা সরকার কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত মানমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় নির্ধারিত কর্মপদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করিবে।

(ক) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের আওতাধীন এলাকায় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিয়া তুলিতে অধিদপ্তর তাহাদিগকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে এই বিধিমালার তফসিলসমূহে বর্ণিত মানমাত্রা, নির্দেশনা, বিধি-নিষেধ প্রতিপালন ও প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাদের আওতাধীন এলাকায় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা করিবে ।

(গ) স্থানীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত কোনো অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম পরিচালনার সময় পরিবেশ রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিধিমালায় নির্ধরিত মানমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দূষণকারী চুল্লীর ব্যবহার হ্রাস করিবে এবং অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যায়িত পরিবেশ বান্ধব চুল্লীর প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করিবে।

(ঙ) ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ এই বিধিমালায় নির্ধারিত মানমাত্রা প্রতিপালনপূর্বক ধূলা-বালি ছড়াইয়া পড়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং নির্মাণ কার্যাবলী কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করিবে।

(চ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রয়োজন এমন কোনো নির্মাণ কাজ ধূলা-বালি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত পরিকল্পনা ছাড়া শুরু করা যাইবেনা।

ছ) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রয়োজন নাই এমন নির্মাণ কাজ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ধূলা-বালি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা অনুমোদন করিবে এবং ইহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে।

জ) সড়কের পাশে অনাবৃত স্থান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কংক্রিট কার্পেটিং অথবা ঘাস লাগিয়ে আবৃত রাখিতে হইবে।

ঝ)স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের আওতাধীন এলাকায় বৃক্ষ রোপন ও বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিবে এবং এই বিষয়ে বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা ও লক্ষ্য স্থির করিবে।

ঞ) ধূলা-বালির দূষণরোধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সবুজায়নের মাধ্যমে শহর এলাকায় ধূলা-বালি সৃষ্টি করিতে পারে এরূপ অনাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং মাথাপিছু সবুজায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে।

ট) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শহর এলাকার সকল ভবনের ছাদ এবং ফাঁকা জায়গায় সবুজায়ন নিশ্চিত করিবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

১০। নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির কার্যাবলী।- (১) রাস্তা, ড্রেন, ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার কার্য পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা :

(ক) নির্মাণ স্থলে যথাযথ অস্থায়ী ছাউনি বা বেষ্টনী স্থাপনসহ নির্মাণাধীন ভবন ঢাকিয়া রাখা;

(খ) সকল প্রকার নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, রড, সিমেন্ট, ইত্যাদি) আবৃত বা ঢাকিয়া রাখা;

(গ) নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা, ইত্যাদি) পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরি আবৃত বা ঢাকিয়া পরিবহণের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা, ইত্যাদি পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরির চাকার কাদা-মাটি বা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া রাস্তায় চলাচলের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইত্যাদি) রাস্তায়, ফুটপাতে বা যত্রতত্র ফেলিয়া না রাখা;

(চ) নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা মেরামত স্থলের আশেপাশে দিনে কমপক্ষে ২ (দুই) বার পানি ছিটানো; এবং

(ছ) পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

১১। বর্জ্য হইতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ।- (১) বায়ু দূষণ সৃষ্টিকারী বর্জ্য, পৌরবর্জ্য এবং গৃহস্থালি বর্জ্য হইতে সুষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথাঃ

ক) বর্জ্য, পৌরবর্জ্য এবং গৃহস্থালি বর্জ্য কখনও খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ বা পোড়ানো যাইবে না। বাড়ির আশপাশ বাড়ির মালিক নিজে দায়িত্বে পরিস্কার করিবেন।

খ) রাস্তা, সড়ক বা মহাসড়কের পাশে সকল ধরণের বর্জ্য খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ ও পোড়ানো যাইবে না।

গ) নালা/নর্দমা/ড্রেন-এর বর্জ্য উত্তোলন করে রাস্তার পাশে স্তুপ আকারে জমা করে রাখা যাইবে না।

ঘ) বিভিন্ন মার্কেট, শপিংমল এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট ময়লা, আবর্জনা এবং ধূলাবালি রাস্তায় ফেলা যাইবে না।

১১। অতিরিক্ত বায়ুদূষক নিঃসরণ।— (১) যেক্ষেত্রে কোনো কার্য বা ঘটনা বা কর্মকাণ্ড বা কোনো দুর্ঘটনার ফলে বিধিতে উল্লিখিত নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত বায়ুদূষক নিঃসরণ হয় বা নিঃসরণ হইবার আশঙ্কা থাকে, সেইক্ষেত্রে তদ্রূপ নিঃসরণের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নিঃসরণ স্থানটির দখলদার ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত বায়ুদূষক নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবে। সেক্ষেত্রে আইনের ধারা ৯ (২) (৩) (৪) (৫) প্রযোজ্য হইবে।

১৩।বায়ুমান পরিবীক্ষণ ও সতর্কীকরণ।-(১) অধিদপ্তর এই বিধি বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বায়ুমান সুরক্ষায় গৃহিত কার্যক্রম সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য দেশব্যাপী বায়ুমান পর্যবেক্ষণ করিবে।

(২) পরিবীক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া অধিদপ্তর বায়ুমানের অবনতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করিবে এবং জনগণকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্বুদ্ধ করিবে।

(৩) অধিদপ্তর দেশব্যাপী উপযুক্ত স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রসহ আন্তঃদেশীয় বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করিবে এবং বায়ুমানের দীর্ঘ মেয়াদী অবস্থা মূল্যায়নের জন্য বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র সহমূহের তথ্যাবলী সংরক্ষণ করিবে।

(৪) মহাপরিচালক বায়ুদূষণ সৃষ্টি হইতে পারে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং ব্যবস্থাদি স্থাপন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। সে মোতাবেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং ব্যবস্থাদি স্থাপন করিবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয়/উপকেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবে।

১৪ । তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা।-(১) অধিদপ্তর বায়ুমান সম্পর্কিত সকল তথ্য ও উপাত্তের কেন্দ্রীয় ভান্ডার হিসাবে কাজ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উপাত্ত সংরক্ষণ, উদ্ধার এবং আদান-প্রদানের জন্য একটি তথ্য নেটওয়ার্ক ডিজাইন করিবে ও গড়িয়া তুলিবে।

(২) উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে অধিদপ্তর উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করিবে।

(৩) অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ও প্রক্রিয়াকৃত তথ্য ও উপাত্তে সর্বসাধারণের অভিগম্যতা থাকিবে যদি না তাহা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার ও ব্যবসা বাণিজ্যের গোপানীয়তা লঙ্ঘন করে।

১৫। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন।– (১) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও সুপারশি প্রদানরে জন্য নিম্নরূপ জাতীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হইলঃ

(১) মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;	আহ্বায়ক
(২) সচিব/সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(৩) সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;	সদস্য
(৪) সিনিয়র সচিব/সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;	সদস্য

(৫) সিনিয়র সচিব/সচিব, সিনিয়র সচিব/সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ;	সদস্য
(৬) সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;	সদস্য
(৭) সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;	সদস্য
(৮) সিনিয়র সচিব/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;	সদস্য
(৯)সিনিয়র সচিব/সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;	সদস্য
(১০) সিনিয়র সচিব/সচিব, সেতু বিভাগ;	সদস্য
(১১) সিনিয়র সচিব/সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণলয়;	
(১২) সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;	সদস্য
(১৩) সিনিয়র সচিব/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;	সদস্য
(১৪) সিনিয়র সচিব/সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;	সদস্য
(১৫) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;	সদস্য
(১৬) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;	সদস্য
(১৭) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ;	সদস্য
(১৮) চেয়ারম্যান, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ;	সদস্য
(১৯) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন;	সদস্য
(২০) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;	সদস্য
(২১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;	সদস্য
(২২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যাডার্ডি এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI);	সদস্য
(২৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (BCIC);	সদস্য
(২৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন;	সদস্য
(২৫) চেয়ারম্যান, পুরকৌশল/কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট;	সদস্য
(২৬) অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (দূষণ নিয়ন্ত্রণ/পরিবেশ)	সদস্য সচিব

(২) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় নির্বাহী পরিষদের কার্যাবলি।-(১) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় নির্বাহী পরিষদের নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে-

(ক) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;

(খ) দেশের বায়ু দূষণের মাত্রা পর্যবেক্ষণপূর্বক বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যাক্তিকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা;

(গ) বিধি ৩, ৪, ৫, ৬, ও ৭ এর অধীনে পরিচালিত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, অবক্ষয়িত বায়ুর স্তর অথবা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ এলাকা এবং বায়ুদূষণকারী কর্মকান্ডের তালিকা এবং ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সুনিষ্টি করণীয় নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নের নির্দেশনা/সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) বিধি- ৮, ৯, ১০ ও ১১ এ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সুনিষ্টি করণীয় নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিকে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) দেশের কোনো শহর/অঞ্চল/নির্দিষ্ট স্থানের বায়ু দূষণের মাত্রা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) পর্যায়ে উপনীত হইলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প, যানবাহন অথবা বায়ুদূষণের কোনো উৎসের চলাচল বা কার্যক্রমের ওপর বিধি-নিষিধ আরোপ বা সীমিত করার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(চ) শহর/অঞ্চল/নির্দিষ্ট স্থানের বায়ু দূষণের মাত্রা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) পর্যায়ে উপনীত হইলে স্কুল, কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা বা জনসাধারণের বাহিরে চলাচলের ওপর সতর্কতা বা বিধি-নিষেধ আরোপের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

(ছ) পরিষদ প্রয়োজন মনে করিলে বায়ু দূষণ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সভায় আলোচনা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ/পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করিতে করিতে পারিবে।

(জ) পরিষদের কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে পরিষদের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং কমিটির মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(ঝ) প্রয়োজনে পরিষদের সদস্য নয় এমন বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৩) জাতীয় নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা- নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদানকৃত সুপারিশ/পরামর্শ/নির্দেশনা সকলে মানিয়া চলিবে।

(৪) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সভা।- পরিষদ বছরে অন্তত দুইবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১ম সভা কার্য প্রণালী বিধি অনুমোদন করিবে।

তবে উল্লেখ থাকে যে, সভাপতি কোন জরুরি বিষয়ে সভার প্রয়োজন মনে করিলে তিনি তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত সময়ে নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিতে পারিবে।

(৫) অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

১৬। বায়ু দূষণ সৃষ্টির কারণে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ।— মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মানমান হয় যে, কোনো ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বায়ু দূষণ সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো প্রতিবেশ ব্যবস্থার বা ব্যক্তির বা গোষ্ঠির ক্ষতি সাধিত করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য হইবে।

১৭। ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের মাধ্যমে বায়ু দূষণ সৃষ্টির বিষয়ে বাধা-নিষেধ।— আইনের ধারা৬(গ) অধীন বায়ু দূষণ রোকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়্যাকরণ, আমদানি, মজুতকরণ, বোঝাই করা, পরিবহন, আমদানি, রপ্তানি, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি/ব্যক্তি বায়ু দূষণ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১৮। পুরস্কার।—কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বায়ুদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুর গুণমান রক্ষা ও উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখিলে তিনি সরকার কর্তৃক উৎসাহিত এবং পুরস্কৃত হইবেন। এ বিষয়ে সরকার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে।

১৯। অপরাধ।—(১) এই বিধিমালার অধীনে কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) এই বিধিমালা অথবা এই বিধিমালার অধীনে জারিকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপন অথবা বিধিমালায় উল্লিখিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন;

(খ) এই বিধিমালার অধীনে অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন বা ইচ্ছাকৃতভাবে তাহা লঙ্ঘন করেন;

(গ) এই আইনের অধীনে প্রদেয় কোনো প্রতিবেদন দাখিল অথবা তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হন অথবা এইক্ষেত্রে মিথ্যা বিবৃতি দেন; এবং

(ঘ) মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করিয়া লাইসেন্স বা অনুমোদন গ্রহণ করেন।

২০। দন্ড।—(১) আইনের ধারা ১৫ এর উপধারা (২) অনুসারে বিধি ৩, ৫ (চ) (ছ)(জ), ৬ (ঘ)(ঙ), ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ও ১৩(৪), ১৬, ১৭ এ বর্ণিত কোনো অপরাধে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অর্থদণ্ড অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহা প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড পর্যন্ত হইবেন।

২১। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।—এই বিধির অধীন কোনো কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের সর্বশেষ সংশোধিত ৩৯ নং আইন) এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮'-এর বিধান-সাপেক্ষে, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।